সময় পরিরক্ষণ পদটি হ'য়েছে। সুতরাং এর অর্থ সময়ের প্রতীক্ষা বা শপথ প্রতিপালন।

সন্ধেঃ দূষণানি বিগ্রহ বাক্যে হয় সন্ধিদূষণানি। এখানে দূষণ অর্থ ভঙ্গ। সুতরাং অর্থ হলো সন্ধিভঙ্গ।

প্রশ্ন ৪৯। 'লক্ষ্মীস্ত্বাং সমভ্যেতু ভূয়ঃ'। এখানে কার অভিলাষ ব্যক্ত হ'য়েছে? অভিলাষটি কি?

উত্তর : এখানে দ্রৌপদীর অভিলাষ ব্যক্ত হ'য়েছে। দ্রৌপদীর অভিলাষ হলো, প্রাতঃকালে উদীয়মান সূর্যের ন্যায় উদীয়মান যুধিষ্ঠিরকে রাজলক্ষ্মী যেন অবিলম্বে আশ্রয় করে।

প্রশ্ন ৫০। কিরাতার্জুনীয়ম্ পদটির ব্যাকরণগত গঠন উল্লেখ কর।

উত্তর : কিরাতশ্চ অর্জুনশ্চ ইতি কিরাতার্জুনীয়ৌ। তৌ অধিকৃত্য কৃতং কাব্যমিতি কিরাতার্জুনীয় + ছ = কাব্যত্বাৎ ক্লীবলিঙ্গে কিরাতার্জুনীয়ম্।

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর

১। যুধিষ্ঠিরের প্রতি বনেচরের উক্তির সংক্ষিপ্তসার লিখ :

উত্তর : মহাকবি ভারবি 'কিরাতার্জুনীয়ম্' মহাকাব্যের প্রথম সর্গে যুধিষ্ঠিরের প্রতি তাঁরই নিযুক্ত বনেচরের উক্তিগুলি শ্লোকাকারে নিবদ্ধ করেছেন, তার সংক্ষিপ্তসার বক্ষ্যমানানুরূপ।

যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় পরাস্ত হয়ে বারো বছর বনবাসরূপ পণ প্রতিপালন করতে করতে দ্বৈতবনে বাস করার সময় চিন্তা করলেন যে, প্রজাদের অনুরাগই রাজ্য প্রতিষ্ঠার মূল। প্রজাদের অনুরাগ নষ্ট হলে বনবাসের শেষে পুনরায় রাজ্য লাভ করা কঠিন হবে। তাই তিনি দুর্যোধনের প্রজাপালন পদ্ধতি ও নিজের প্রতি প্রজাদের অনুরাগ জানার জন্য এক বনেচর বা কিরাতকে দূত হিসাবে হস্তিনাপুরে পাঠিয়েছিলেন। বনেচর ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ করে হস্তিনাপুরের সমস্ত বৃত্তান্ত জেনে যুধিষ্ঠিরের নিকট ফিরে এসে প্রণামাদি সৌজন্য দেখিয়ে প্রথমেই তার অপ্রিয় ভাষণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে অর্থগৌরবযুক্ত, মনোহর ও অসন্দিগ্ধার্থ বাক্যগুলির সাহায্যে যুধিষ্ঠিরের অবগতির জন্য নিম্নরূপ কথাগুলি বলেছিলেন—।

দুর্যোধন কপট পাশা দ্বারা যে রাজ্য অধিকার করেছিলেন এখন তাকে চিরস্থায়ী করতে নীতি প্রয়োগ করছেন। তিনি এখন গুণের দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে অতিক্রম করতে অভিলাষী হয়েছেন। দুর্যোধন কাম, ক্রোধ প্রভৃতি ষড়রিপুকে জয় করে দিবারাত্র নীতিসম্মতভাবে কার্য সম্পাদন করছেন এবং স্বজনদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করছেন, যেন রাজ্যের আধিপত্য তাদেরই। দুর্যোধন সম্প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও বিবেচনার সঙ্গে এমনভাবে ধর্ম, অর্থ ও কামের সেবা করছেন, যাতে কোনটিই কোনভাবে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না।

দুর্যোধন যেমন অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে সাম ও দাননীতি প্রয়োগ করছেন, সেরূপ জিতেন্দ্রিয়, নির্লোভ এবং ক্রোধহীন হয়ে স্বধর্মজ্ঞানে শত্রুমিত্র ভেদজ্ঞান না করে যথাবিধি দণ্ড প্রয়োগ করছেন। নিজরাজ্যে ও পররাজ্যে সর্বত্র বিশ্বস্ত কর্মীদের নিযুক্ত করেছেন এবং কর্মান্তে পুরস্কার পারিতোষিক দিয়ে অনুচরদের অনুগত ও কৃতজ্ঞ করে রেখেছেন। রাজন্যবর্গও রথ ও হস্তী প্রভৃতি বহুতর উপহার প্রদান করে দুর্যোধনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করছেন।

তিনি সর্বদা মঙ্গলানুষ্ঠানে নিরত থাকায় কুরুজনপদ হয়েছে শস্যসমৃদ্ধ। চাষীরা যেন বিনা চাষেই ফসল পাচ্ছে। উদারকীর্তি, দয়ালু দুর্যোধনের গুণে অভিভূত হয়ে পৃথিবী নিজেই যেন তাঁকে সম্পদ দান করছেন। মহাবলশালী, অভিমানী, সম্মানিত ধনুর্ধরেরা তাঁর গুণে আকৃষ্ট হয়ে নিজেদের প্রাণের বিনিময়েও রাজার প্রিয়কার্য সাধনে আগ্রহী থাকেন। এভাবে তিনি নিজরাজ্যে নিজের সকল কর্তব্য শেষ করে সচ্চরিত্র চরের মাধ্যমে পররাজ্যের সকল বৃত্তান্ত সম্যক্‌ভাবে জেনে থাকেন। তিনি অন্যান্য রাজাদের উপর কখনও অস্ত্র প্রয়োগ করেন না, ক্রোধ প্রকাশও করেন না; তথাপি তাঁরা তার আদেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করেন। তিনি সম্প্রতি দুঃশাসনকে যুবরাজ পদে বসিয়ে নিজে দিবারাত্র যাগ-যজ্ঞাদি করছেন।

তবে বিশেষ লক্ষণীয় যে, দুর্যোধন এভাবে সুস্থির, শত্রুহীন, আসমুদ্র ভূখণ্ড শাসন করেও সবসময় যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে পরাজয় আশঙ্কা করেন। লোকের মুখে যুধিষ্ঠিরের নাম শুনলেই অর্জুনের পরাক্রমের কথা চিন্তা করে কষ্টভোগ করেন।

অতএব, ঐ কপটাচারী দুর্যোধনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের যথাশীঘ্র যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা বিধেয়। তবে তা সম্পূর্ণ যুধিষ্ঠিরের বিবেচনাধীন। কারণ চরেরা কেবল সংবাদ সংগ্রহ করে, কর্তব্য নির্দেশ করতে পারে না। এ পর্যন্ত বলে বনেচর পারিতোষিক নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

২। যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রৌপদীর উক্তিগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ কর।

উত্তর : যুধিষ্ঠির নিজনিযুক্ত দূত বনেচরের নিকট হতে হস্তিনাপুরের রাজ্যশাসন বিষয়ে যা শুনেছিলেন, তা যখন দ্রৌপদী ও ভ্রাতাদের অনুপূর্বিক জানালেন, তখন দ্রৌপদী নিজের উদ্যত আবেগকে দমন করতে না পেরে রাজার ক্রোধ ও উদ্যোগকে উদ্দীপিত করার জন্য নিম্নরূপ বাক্যগুলি বলেছিলেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মত বিদগ্ধ পুরুষের কাছে স্ত্রীলোকের উপদেশ অপমানজনক হলেও, মানসিক যন্ত্রণায় অস্থির হয়েই তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন। এটি খুবই অসঙ্গত যে, যুধিষ্ঠিরের বংশের ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী রাজারা দীর্ঘকাল ধরে যে সসাগরা ধরণী শাসন করে এসেছেন, সেই পৃথিবীকে যুধিষ্ঠির হেলায় শত্রুর হাতে তুলে দিয়েছেন। শঠের সঙ্গে শঠতা না করলে সরলমতিদের সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। যুধিষ্ঠির ভিন্ন সংকুলোদ্ভব অনুকূল সহায়সম্পন্ন কোন রাজা গুণানুরক্তা পত্নীর ন্যায় রাজলক্ষ্মীকে শত্রুদের দিয়ে অপহরণ করান না। আশ্চর্যের বিষয় যে, এমন নিন্দাজনক দুরবস্থায় পতিত হয়েও তিনি ক্রোধে উদ্দীপিত হচ্ছেন না। যার ক্রোধ নিষ্ফল নয়, যিনি বিপদ দূর করতে পারেন, লোকে সেরকম মানুষেরই বশীভূত হয়। কিন্তু যিনি ক্রোধহীন, তিনি স্নেহশীল হলেও তাঁকে কেউ আদর করে না, এমনকি শত্রু হলেও তাঁকে কেউ ভয় করে না।

আরও বললেন যে — নিজের ভাই সেই ভীম — যিনি পূর্বে রক্তচন্দনে লিপ্ত হয়ে রথে করে বিহার করতেন, তিনি এখন ধূলি-ধূসরিত দেহে পায়ে হেঁটে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এতেও তাঁর মনে ব্যথা জন্মায় না কেন? ইন্দ্রতুল্য যে অর্জুন একসময় উত্তরকুরু জয় করে তাঁকে অজস্র সম্পদ এনে দিয়েছিলেন, সেই অর্জুন এখন তাঁর জন্য বল্কল আহরণ করছেন। এতেও কি তাঁর ক্রোধের উদ্রেক হচ্ছেনা? নকুল, সহদেব দু'টি যমজ ভাই এখন

Scanned with OKEN Scanner

বনশয্যায় শুয়ে থাকে। দেহ হয়েছে কঠিন, চুলগুলি বিপর্যস্ত, পার্বত্য হাতীর মত তাদের দেখাচ্ছে। এদের এই দুরবস্থা দেখেও কি ধৈর্য আর সংযমের বাঁধ ভাঙবে না?

যুধিষ্ঠিরের এই মনোবৃত্তি দ্রৌপদীর দুর্বোধ্য মনে হয়েছে। তথাপি রাজার বিপদের কথা ভেবে দ্রৌপদীর মন বিচলিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

৩। 'অতোঽর্হসি ক্ষন্তুমসাধু সাধু বা' — কে, কাকে, কেন এই কথা বলেছিলেন, বক্তা কি বক্তব্য নিবেদন করেছিলেন?

উত্তর ঃ পাণ্ডবদের বনবাস কালে দুর্যোধনের রাজ্যশাসন পদ্ধতি জানার জন্য যুধিষ্ঠির কর্তৃক নিযুক্ত দূত ব্রহ্মচারী বেশধারী কিরাত হস্তিনাপুরের সমস্ত বৃত্তান্ত জেনে দ্বৈতবনে ফিরে এসে যুধিষ্ঠিরকে তাঁর বিদিত বৃত্তান্ত বলার পূর্বে এই কথাটি বলেছিলেন।

বক্তব্য নিবেদনের পূর্বে এরূপ বলার যুক্তি হলো যে, দূতের কাজ যথাযথ বৃত্তান্ত পরিবেশন করা। সে বৃত্তান্ত যে সব সময় রাজার প্রিয় হবে এমন কথা নয়, বরং অপ্রিয় হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সে ক্ষেত্রে রাজার রুষ্ট হওয়া উচিত নয়। রাজা নীরবে শুনে যাবেন মাত্র। তিনি পরে শ্রুতবৃত্তান্তকে ভিত্তি করে কর্তব্য নির্ধারণ করবেন। বনেচর এখানে সেই রাজধর্ম স্মরণ করাতেই এরূপ উক্তি করেছেন।

বনেচরের বক্তব্যটি নিম্নরূপ।

দুর্যোধন কপট পাশা দ্বারা যে রাজ্য অধিকার করেছিলেন এখন তাকে চিরস্থায়ী করতে নীতি প্রয়োগ করছেন। তিনি এখন গুণের দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে অতিক্রম করতে অভিলাষী হয়েছেন। দুর্যোধন কাম, ক্রোধ প্রভৃতি ষড়রিপুকে জয় করে দিবারাত্র নীতিসম্মতভাবে কার্য সম্পাদন করছেন এবং স্বজনদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করছেন, যেন রাজ্যের আধিপত্য তাদেরই। দুর্যোধন সম্প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও বিবেচনার সঙ্গে এমনভাবে ধর্ম, অর্থ ও কামের সেবা করছেন, যাতে কোনটিই কোনভাবে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না।

দুর্যোধন যেমন অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে সাম ও দাননীতি প্রয়োগ করছেন, সেরূপ জিতেন্দ্রিয়, নির্লোভ এবং ক্রোধহীন হয়ে স্বধর্মজ্ঞানে শত্রুমিত্র ভেদজ্ঞান না করে যথাবিধি দণ্ড প্রয়োগ করছেন। নিজরাজ্যে ও পররাজ্যে সর্বত্র বিশ্বস্ত কর্মীদের নিযুক্ত করেছেন এবং কর্মান্তে পুরস্কার পারিতোষিক দিয়ে অনুচরদের অনুগত ও কৃতজ্ঞ করে রেখেছেন। রাজন্যবর্গও রথ ও হস্তী প্রভৃতি বহুতর উপহার প্রদান করে দুর্যোধনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করছেন। তিনি সর্বদা মঙ্গলানুষ্ঠানে নিরত থাকায় কুরুজনপদ হয়েছে শস্যসমৃদ্ধ। চাষীরা যেন বিনা চাষেই ফসল পাচ্ছে। উদারকীর্তি, দয়ালু দুর্যোধনের গুণে অভিভূত হয়ে পৃথিবী নিজেই যেন তাঁকে সম্পদ দান করছেন। মহাবলশালী, অভিমানী, সম্মানিত ধনুর্ধরেরা তাঁর গুণে আকৃষ্ট হয়ে নিজেদের প্রাণের বিনিময়েও রাজার প্রিয়কার্য সাধনে আগ্রহী থাকেন। এভাবে তিনি নিজরাজ্যে নিজের সকল কর্তব্য শেষ করে সচ্চরিত্র চরের মাধ্যমে পররাজ্যের সকল বৃত্তান্ত সম্যক্‌ভাবে জেনে থাকেন। তিনি অন্যান্য রাজাদের উপর কখনও অস্ত্র প্রয়োগ করেন না, ক্রোধ প্রকাশও করেন না; তথাপি তাঁরা তার আদেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করেন। তিনি সম্প্রতি দুঃশাসনকে যুবরাজ পদে বসিয়ে নিজে দিবারাত্র যাগ-যজ্ঞাদি করছেন।

তবে বিশেষ লক্ষণীয় যে, দুর্যোধন এভাবে সুস্থির, শত্রুহীন, আসমুদ্র ভূখণ্ড শাসন

করেও সবসময় যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে পরাজয় আশঙ্কা করেন। লোকের মুখে যুধিষ্ঠিরের নাম শুনলেই অর্জুনের পরাক্রমের কথা চিন্তা করে কষ্টভোগ করেন।

অতএব, ঐ কপটাচারী দুর্যোধনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের যথাশীঘ্র যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা বিধেয়। তবে তা সম্পূর্ণ যুধিষ্ঠিরের বিবেচনাধীন। কারণ চরেরা কেবল সংবাদ সংগ্রহ করে, কর্তব্য নির্দেশ করতে পারে না। এ পর্যন্ত বলে বনেচর পারিতোষিক নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

৪। যুধিষ্ঠিরের প্রতি বনেচরের উক্তির মাধ্যমে দুর্যোধনের রাজ্যশাসন পদ্ধতির যে পরিচয় পাওয়া যায় — তা আলোচনা কর।

উত্তর ঃ মহাকবি ভারবি 'কিরাতার্জুনীয়ম্' মহাকাব্যের প্রথম সর্গে যুধিষ্ঠিরের নিযুক্ত বনেচরের উক্তির মাধ্যমে দুর্যোধনের রাজ্যশাসন পদ্ধতির যে চিরত্রটি পরিস্ফুট করেছেন, তার বস্তুসার বক্ষ্যমানানুরূপ।

যুধিষ্ঠির পাশাখেলায় রাজ্যসম্পদ হারিয়ে পত্নী দ্রৌপদী ও ভায়েদের সঙ্গে বনবাস করতে করতে যখন দ্বৈতবনে বাস করছিলেন, তখনই চিন্তা করেছিলেন যে — প্রজানুরাগই রাজ্যের মূল। প্রজানুরাগ নষ্ট হলে যথাসময়ে পুনরায় রাজ্যলাভ করা কঠিন হবে। তাই তিনি দুর্যোধনের রাজ্যশাসন পদ্ধতি জানার জন্য কোন এক বনেচরকে দূত হিসাবে হস্তিনাপুরে পাঠিয়েছিলেন। বনেচর ব্রহ্মচারীর বেশ ধরে হস্তিনাপুরে গিয়ে দুর্যোধনের রাজ্যশাসন পদ্ধতির সমস্ত তথ্য জেনে এসে যুধিষ্ঠিরকে নিবেদন করলেন যে — দুর্যোধন পূর্বে যে রাজত্ব কপট পাশাদ্বারা অধিকার করেছেন, তা এখন নীতিপ্রয়োগের দ্বারা চিরস্থায়ীরূপে আত্মসাৎ করতে যত্নবান হয়েছেন। সেই উদ্দেশ্যে দুর্যোধন সর্বদা ইন্দ্রিয়সমূহ জয় করে পুরষকারকে অবলম্বন করে ভৃত্যদের প্রতি বন্ধুদের ন্যায়, বন্ধুদের প্রতি স্বজনদের ন্যায় এবং স্বজনদের প্রতি নিজের মত ব্যবহার দেখিয়ে নিজে নিরহঙ্কার হয়ে অবস্থান করেছেন। দুর্যোধনের এরূপ আচরণে ভৃত্যবর্গ ও পৌরবর্গ স্নিগ্ধ ও বিশ্বস্ত হওয়ায় তাঁর প্রভুত্ব বিলুপ্ত হওয়ার কোনরূপ আশঙ্কা থাকে না।

বিশেষতঃ সাম-দান-ভেদ-দণ্ডনীতির প্রয়োগের আলোকেই রাজার যোগ্যতা প্রকাশিত ও প্রমাণিত হয়। বনেচর বুঝাতে চেয়েছেন যে — দুর্যোধন সেক্ষেত্রেও কৃতকার্য হয়েছেন। দুর্যোধন নিরপেক্ষভাবে ধর্ম, অর্থ ও কাম — এই ত্রিবর্গের সেবা করে চলেছেন, সেই সঙ্গে সামাদি উপায়গুলি যথাযথ প্রয়োগ করছেন।

তিনি যেমন অকপটভাবে সামনীতি প্রয়োগ করছেন, সেইরূপ তাঁর সামের অনুরূপ ভূয়িষ্ঠ দানও আছে। সে দানও অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে করে থাকেন। সমাদরও কখনও অপাত্রে প্রদর্শন করেন না; গুণ অনুসারেই প্রযুক্ত হয়। তিনি যেন অক্ষরে অক্ষরে নীতিবাক্যটি পালন করেন।

'লুব্ধমর্থেন গৃহ্নীয়াৎ সাধুমঞ্জলি কর্মণা।
মূর্খং ছন্দানুরোধেন তত্ত্বার্থেন চ পণ্ডিতম্।।'

দণ্ড প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তিনি কখনও আত্মপর বিচার করেন না এবং নিজ সুখের আশায় বা অর্থলোভে বা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে দণ্ড প্রয়োগ করেন না। তিনি এ বিষয়ে মনুর নির্দেশ প্রতিপালন করেন—

Scanned with OKEN Scanner

'অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন্।
অযশো মহদাপ্নোতি নরকঞ্চৈব গচ্ছতি।।'

এই ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে ক্ষাত্রধর্মকে স্মরণ করে পুত্র, মিত্র যেই হোক না কেন, দণ্ডনীয়ের উপর সমানভাবে দণ্ড প্রয়োগ করেন।

ভেদনীতি প্রয়োগেও তাঁর সমান দক্ষতা। তিনি সচ্চরিত্র, ইঙ্গিতজ্ঞ এবং ভেদকুশল চরদিগকে পররাষ্ট্রে নিয়োগ করে প্রতিপক্ষ রাজাদের ছিদ্রগুলি জেনে নিয়ে ভীত হয়েও নির্ভীকের মত অবস্থান করেন।

দুর্যোধন তাঁর 'উপায়' প্রয়োগের যথাযথ ফলও লাভ করেছেন। যেমন— সমস্ত রাজাই এখন তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে প্রণামের বিনিময়েও দুর্যোধনের অভিলষিত কাজগুলি করে থাকেন। রাজন্যবর্গের বশ্যতার নিদর্শন — তাঁদের দেওয়া হস্তী-রথাদি প্রচুর উপহার।

দুর্যোধনের যথার্থ নীতি প্রয়োগে যেন বসুধাও তাঁর গুণে আকৃষ্টা হয়ে নিজেই তাঁকে অর্থ সমূহ দান করেছেন। বনেচর বলেছেন—

'স্বয়ং প্রদুহেঽস্য গুণৈরুপমুতা
বসূপমানস্য বসূনি মেদিনী।।'

দুর্যোধনের বর্তমান সহায় সম্পর্কে বনেচর বলেছেন যে — দুর্যোধনের গুণে আকৃষ্ট হয়ে সকল পুরবাসী ও রাজন্যবর্গ যুদ্ধ ব্যতীতই তাঁর বন্ধুত্ব লাভ করেছেন।

দুর্যোধনের ধর্মবলও লক্ষণীয়। তিনি দুঃশাসনকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে নিজে সর্বদা যজ্ঞানুষ্ঠান করে থাকেন।

সার্থক রাজনীতি প্রয়োগের নিদর্শন যথাযথ মন্ত্রগুপ্তি। বনেচর তার উক্তি দ্বারা দুর্যোধনের মন্ত্রগুপ্তির সার্থকতাও প্রদর্শন করেছেন। বনেচর বলেছেন — দুর্যোধনের কর্মোদ্যম বিধাতার কর্মোদ্যমের সাথে তুলনীয়—

'মহোদয়স্তস্য হিতানুবন্ধিভিঃ
প্রতীয়তে ধাতুরিবেহিতং ফলৈঃ।।'

এইভাবে বনেচর তাঁর উক্তির মাধ্যমে দুর্যোধনের রাজ্যশাসন পদ্ধতি বা রাজনীতি প্রয়োগের নিগূঢ়তত্ত্বগুলি প্রকাশ করেছেন।

৫। বনেচরের ভাষণে দুর্যোধনের প্রজাপালন বিষয়ে কি জানতে পার?

উত্তর : যুধিষ্ঠির বনবাসকালে আগামীদিনের তাঁর রাজ্যলাভের পথ সুগম হবে কিনা নির্ণয় করার জন্য এক বনেচর অর্থাৎ কিরাতকে ব্রহ্মচারীর বেশে দুর্যোধনের রাজ্যশাসন পদ্ধতি জেনে আসতে নিয়োগ করে ছিলেন। ব্রহ্মচারীবেশধারী কিরাত সমস্ত বৃত্তান্ত জেনে এসে যুধিষ্ঠিরের নিকট যেরূপ নিবেদন করেছিল, তা থেকে জানা যায়, যে, দুর্যোধন আদর্শ রাজার মত প্রজাপালন করছেন।

বনেচর কর্তৃক কথিত বিবরণ থেকে জানা যায়, দুর্যোধন কপট পাশার দ্বারা পাণ্ডবদের রাজ্য জয় করার জন্য প্রজাদের মনে যে বিরাগ জন্মেছিল তা দূর করার জন্য তিনি এবার সম্পূর্ণ নীতির সাহায্যে রাজ্যশাসন করছেন। তারফলে অবশ্যই তিনি প্রজাদের অনুরাগভাজন হতে পারবেন।

দ্বিতীয়তঃ দেখা যাচ্ছে দুর্যোধন সর্বতোভাবে তাঁর গুণবিস্তার করে যশ অর্জন করে

চলেছেন। প্রজাদের বশীভূত করার জন্যই অসংযত দুর্যোধন তখন কামাদি ষড়রিপুকে জয় করে জিতেন্দ্রিয় পুরুষ হিসাবে পরিচয় লাভ করার চেষ্টা করছেন। সেই সঙ্গে তিনি পুরুষকার অবলম্বন করে ভৃত্যদের প্রতি বন্ধুদের ন্যায়, বন্ধুদের প্রতি স্বজনদের ন্যায় এবং স্বজনদের প্রতি নিজের মত ব্যবহার করে নিজের যে নিরহঙ্কার রূপটি প্রদর্শন করছেন তার দ্বারা যে প্রজাদের মনোরঞ্জন করা কাজটি অনেকাংশে সম্পাদিত হচ্ছে সে বিষয়ে সংশয় নাই।

বনেচর বলেছেন, দুর্যোধনের রাজত্বে ধর্ম, অর্থ ও কাম-ত্রিগণ যেন বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হ'য়ে সমভাবে বিরাজ করছে। যে রাজ্যে ধর্ম অর্থ ও কাম সমভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করে সেখানে প্রজাকুল সুখী ও সমৃদ্ধ হবে এবং স্বাভাবিক কারণে প্রজাগণ রাজার অনুরক্ত হবে।

দুর্যোধন রাজ্যশাসন পদ্ধতিতে সাম ও দান নীতি দুটিকে অত্যন্ত সুষ্ঠ প্রয়োগ করে থাকেন। তিনি দান ছাড়া যেমন সামনীতি প্রয়োগ করতেন না, তেমনই আবার সৎপাত্রে সমাদর ছাড়া দান করতেন না। এর দ্বারা দেশের জ্ঞানী-গুনী-মান্য ব্যক্তিরা যথা যোগ্য অর্থ ও সম্মানে ভূষিত হয়ে থাকেন। ফলে প্রজাকুলের মধ্যে সমধিক রাজানুরাগ সঞ্চারিত হচ্ছে। সুষ্ঠ প্রজা পালনের জন্য রাজার প্রথমেই দেশের বুদ্ধিজীবী মানুষগুলিকে বশীভূত করা আবশ্যক। কেউ অর্থ চায়, কেউ আদর চায়, কেউ সম্মান চায় — সকলকেই তোষণ করে চলা রাজার বড় কাজ। নীতিশাস্ত্রের কথা —

লুব্ধমর্থেন গৃহীয়াৎ সাধুমঞ্জলিকর্মণা
মূর্খং ছন্দানুরোধেন তত্ত্বার্থেন চপণ্ডিতম্।

এই নীতিবাক্যটিকে দুর্যোধন অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করে প্রজানুরঞ্জক রাজা হওয়ার পথে অগ্রসর হয়ে চলেছেন।

দণ্ডপ্রয়োগের ক্ষেত্রেও তাঁর প্রজাপালন নীতি অত্যন্ত স্বচ্ছ। ক্রোধ বা অর্থলোভবশতঃ তিনি দণ্ডপ্রয়োগ করে প্রজাগণকে বিব্রত করে তাঁদের বিরাগ ভাজন হওয়ার পথ কখনও অবলম্বন করেন নি। বরং তিনি অপরাধ দমন করার জন্য শত্রুমিত্র না বিচার করে আপ্তজনের নির্দেশমত সমভাবে দণ্ড প্রয়োগ করতেন। এমনকি দণ্ডনীয় হলে নিজের পুত্রকেও ক্ষমা করতেন না এক্ষেত্রে তিনি মনুর নির্দেশকে বিশেষভাবে মান্য করতেন—

অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন্।
অযশো মহদাপ্নোতি নরকঞ্চৈব গচ্ছতি।

এই ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে তাঁর দণ্ডনীতির প্রয়োগ দেখে মনে হয়, তিনি যেন প্রজাপালন বিষয়ে অত্যন্ত দুরধিগম্য হ'লেও মনুরপথই তিনি অনুসরণ করছেন।

বনেচর-কথিত বিবরণ থেকে আরও জানা যায়, তিনি প্রজাদের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য কৃষিকার্যে যাতে তারা সবসময় সফলকাম হয় তার জন্য তিনি অনেক নদী, নালা, খাল, বিল প্রভৃতি জলাধার নির্মাণ করেছিলেন। যার ফলে দেবমাতৃক কুরুদেশ নদীমাতৃক দেশে রূপান্তরিত হয়েছে এবং রাজ্যের প্রজাগণ অনায়াসলভ্য কৃষিজ সম্পদ লাভ করে যেমন সুখী ও সমৃদ্ধ হয়েছে অনুরূপ রাজানুরক্তও হয়েছে।

দুর্যোধন নীতিপ্রয়োগের দ্বারা দেশের যে অর্থনৈতক উন্নতি ঘটিয়েছেন, তারও ফলভাগী হচ্ছে প্রজাবৃন্দ। সেইসঙ্গে তাঁর সাধুদণ্ডনীতি প্রয়োগের ফলে দেশ হ'য়েছে নিরুপদ্রব। অনুরূপ নিরুপদ্রব ঐশ্বর্যপূর্ণ শস্যসমৃদ্ধ দেশের প্রজাগণ স্বাভাবিক ভাবে সুখে ও শান্তিতে বসবাস

Scanned with OKEN Scanner

করে।

সুতরাং দুর্যোধনের প্রজাপালনপদ্ধতি তাঁর শত্রুকেও বিস্মিত করে। বিশেষ করে দুর্যোধনের প্রতি রাজকর্মচারীদের অসাধারণ আনুগত্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন,

'নসংহতাস্তস্য ন ভিন্নবৃত্তয়ঃ
প্রিয়াণি বাঞ্ছন্ত্যসুভিঃ সমীহিতুম্।।'

এর দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে দুর্যোধনের প্রজাপালন পদ্ধতি ছিল আদর্শ রাজার তুল্য সমালোচনার অতীত।

৬। 'প্রবৃত্তিসারাঃ খলু মাদৃশাং গিরঃ' — উক্তিটি কার। কেন বক্তা তাঁর বক্তব্যকে প্রবৃত্তিসার বলেছেন? তাঁর বক্তব্যটি সংক্ষেপে লিখ।

উত্তর ঃ বনবাসকালে যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের রাজ্যপালন সম্পর্কে জানার জন্য যে ব্রহ্মচারীবেশধারী কিরাতকে নিয়োগ করেছিলেন, সেই বনেচর তার বক্তব্যের শেষে এই উক্তিটি করেছেন।

এইরূপ উক্তি করার কারণ হ'লো যে, চরেরা কেবল নানাজনের মুখ থেকে নানাভাবে সংবাদ সংগ্রহ করে। তারা কোন ঘটনার সঙ্গে দায়বদ্ধ নয়। ঘটনার বৃত্তান্তটুকু মাত্র জানা ও পরিবেশন করাই তাদের কাজ। এমন কি চরেরা কোনও ব্যাপারে কর্তব্যাকর্তব্যও নির্দেশ করে না। তাই সে তার বিদিত বৃত্তান্ত সকল নিবেদন করে এই কথাটি বলে বুঝাতে চেয়েছে যে, এরপর যা করণীয় তা রাজা যুধিষ্ঠিরেরই।

বনেচরের বক্তব্যটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ —

এরপর ১এর প্রশ্নের উত্তরের ৩য় অনুচ্ছেদ থেকে শেষ পর্যন্ত লিখতে হবে।

৭। 'নৃপস্য মন্যুব্যবসায়দীপিনীরুদাজহার দ্রুপদাত্মজা গিরঃ' — দ্রুপদাত্মজা কে? তিনি কি বলেছিলেন?

উত্তর ঃ দ্রুপদাত্মজা বলতে পাণ্ডবঘরণী দ্রুপদরাজকন্যা বীরাঙ্গনা তেজস্বিনী রমণী দ্রৌপদীকে বুঝান হয়েছে।

এরপর ২নং প্রশ্নের উত্তরটি লিখতে হবে।

**৮। 'তথাপি বক্তুং ব্যবসায়য়ন্তি মাং
নিরস্তনারীসময়া দুরাধয়ঃ।'
—এটি কার উক্তি? 'দুরাধয়ঃ' পদটির অর্থ কি? কি কথা বলতে তিনি বাধ্য হ'য়েছেন?**

উত্তর ঃ এই উক্তিটি করেছিলেন পাণ্ডবঘরণী দ্রুপদরাজকন্যা বীরাঙ্গনা তেজস্বিনী রমণী দ্রৌপদী।

'দুরাধয়ঃ' পদটির অর্থ হলো দুঃসহ মনোবেদনা।

দ্রৌপদী নিজের উদ্যত আবেগকে দমন করতে না পেরে যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ ও উদ্যোগকে উদ্দীপিত করার জন্য যে কথাগুলি বলতে বাধ্য হয়েছেন, তা নিম্নরূপ।

এরপর ২নং প্রশ্নের উত্তরের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ থেকে শেষ পর্যন্ত লিখতে হবে।

৯। দ্রৌপদীর উক্তির আলোকে তার চরিত্র বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ মহাকবি ভারবি মহাকাব্য রচনার নিসর্গবর্ণনায়, ছন্দঃসৃষ্টিতে, বর্ণবিন্যাসে, অর্থগৌরব সৃষ্টিতে যেরূপ অনন্য প্রতিভার অধিকারী, সেরূপ চরিত্রচিত্রণেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কিরতার্জুনীয়ম্ মহাকাব্যের প্রথম সর্গে কবি কাব্যের তিনজন পাত্র-পাত্রীকে উপস্থিত করেছেন। তাদের মধ্যে দুইজনের মুখে সামান্য কয়েকটি উক্তি প্রকাশ করেছেন, আর একজন থেকেছেন নীরব শ্রোতা। কিন্তু কবি তাঁর কবিপ্রতিভা দ্বারা নীরব ও সরব — উভয় পাত্র-পাত্রীরই চরিত্রগুলি নিখুঁতভাবে অঙ্কন করেছেন। আবার ঐ তিনটি চরিত্রের মধ্যে দ্রৌপদীর চরিত্র একদিকে যেমন অস্বাভাবিক, অপরদিকে সেইরূপ স্বাভাবিক; আবার অনবদ্য ও অপরূপ কবিসৃষ্টি।

এখানে দ্রৌপদীকে প্রথমে উপস্থিত করা হয়েছে অসহমানা মুখরা রমণী হিসাবে। বনেচরের মুখে শোনা দুর্যোধনের রাজ্যশাসন বৃত্তান্তগুলি যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর ঘরে গিয়ে ভায়েদের বলতে গিয়েছিলেন। সে কথাগুলি বলামাত্র দ্রৌপদী মূর্তিমতী অক্ষমার মত দাঁড়িয়ে যুধিষ্ঠিরকে নানা বাক্যবাণে বিদ্ধ করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে বিচার করলে দ্রৌপদীকে কোপনস্বভাবা, প্রতিহিংসাপরায়ণা রমণী বলে মনে হলেও তাঁর প্রতিটি উক্তির মর্মার্থ বিচার করলে দেখা যাবে — তিনি যথার্থ মহীয়সী বীরাঙ্গনা ভারতরমণী।

দ্রৌপদী যেমন তেজস্বিতার প্রতিমূর্তি, তেমনি আবার ভারতীয় নারীজনোচিত শিষ্টাচার, নম্রতা, পাতিব্রত্যেরও ছিলেন বিগ্রহরূপা। তিনি স্বয়ং রাজদুহিতা হয়েও বিপদগ্রস্ত পঞ্চপতির অনুগমন থেকে কখনও বিমুখী থাকেন নি। দীর্ঘ বারো বৎসর যাবৎ পতিদের অনুগামিনী হয়ে বনবাসের কষ্ট স্বীকার করার মধ্য দিয়ে তিনি পাতিব্রত্যের বিচারে সীতা, সাবিত্রীর সমকক্ষতা লাভ করেছেন। এরপর লক্ষণীয় তাঁর শিষ্টাচার ও নম্রতা। যুধিষ্ঠিরের শান্তিপ্রিয়তায় অধীরা হয়েও সর্বোতভাবে তিনি শিষ্টাচার লঙ্ঘন করেন নি। তিনি প্রথমেই যুধিষ্ঠিরের মত শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে স্ত্রীজনের উপদেশদান সঙ্গত নয় — একথা তাঁর অজ্ঞাত নয়, একথা বলে তাঁর পরবর্তী উক্তিগুলি করার অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। সেই সঙ্গে তাঁর অন্তরে আত্মমর্যাদার অবমাননার জ্বালাও প্রকাশ পেয়েছে। তিনি অবলা রমণীকুলের একজন নন। তাই তিনি বলেছেন — তার কথা বলা অন্যায় মনে হলেও তাঁর মনোবেদনাকে তিনি চেপে রাখতে পারছেন না। শত্রুকৃত বঞ্চনা-লাঞ্ছনার জ্বালাই তাঁকে মুখরা করে তুলেছে।

দ্রৌপদী রাজনন্দিনী, রাজগৃহিণী, তাই রাজনীতি তাঁকে পৃথকভাবে শিক্ষা করতে হয় না। জন্ম থেকে তিনি রাজনীতির জটিল আবর্তগুলির পরিচয় পেয়ে আসছেন। তিনি তাঁর মনীষার দ্বারা উপলব্ধি করেছেন যে, রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে যুধিষ্ঠিরের মত তাপসবৃত্তি স্বীকার্য নয়; 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' হচ্ছে প্রকৃত মার্গ। তাই তিনি বলেছেন—

'ব্রজন্তি তে মূঢ়ধিয়ঃ পরাভবং
ভবন্তি মায়াবিষু যে ন মায়িনঃ।।'

রাজনীতিবিষয়ে তাঁর বাক্‌পটুতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

তাঁর রাজনৈতিক জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনোজগতে বিচরণ করার মত জ্ঞানের পরিধিও যে উপেক্ষণীয় নয়, তা তাঁর বচনভঙ্গীতেই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি মুখ্যতঃ যুধিষ্ঠিরের

Scanned with OKEN Scanner

[illegible]

'[illegible]
পরাজয়েহপুত্থান এব মানিনাম্।।'

'[illegible]
নিরাশ্রয়া হন্ত হতা মনস্বিতা।।'

এই সময় [illegible] উক্তিগুলির সঙ্গে নিক্ষেপ করেছেন ব্যঙ্গবাণ — '[illegible] / শমেন সিদ্ধিং মুনয়ো ন ভূভৃতঃ'।। আরও, 'বিহায় [illegible] / [illegible] পাবকম্'।।

দ্রৌপদী চরিত্রে আপাতদৃষ্টিতে অনেকগুলি পরস্পর বিপরীতধর্মী গুণ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন — তিনি প্রতিটি তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রয়োগ করে একদিকে বিদ্রোহিনী [illegible] ভূমিকা পালন করেছেন, আবার অন্যদিকে যুধিষ্ঠিরকে পুরঃসরাধামবতাম্, যশোধনাঃ, [illegible] বিশেষণে বিশেষিত করে শ্রদ্ধাশীলা ভক্তিমতী পত্নীর ভূমিকাও পালন করেছেন।

[illegible] দ্রৌপদীকে [illegible] অপরূপ কবিসৃষ্টি [illegible] করেছেন।

১৩। দ্রৌপদীর ভাষণে তাঁর রাজনৈতিক জ্ঞানের কি পরিচয় পাও?

উত্তর ঃ মহাকবি ভারবি মহাকাব্য রচনায় চিত্রনৈপুণ্যে, অলংকৃতিতে, অর্থগৌরবে, [illegible] দৃষ্টিতে যেমন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী, তেমনি চরিত্রচিত্রণেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কিরাতার্জুনীয়ম্ মহাকাব্যের প্রথম সর্গে কবি তাদের বিভিন্ন পাত্র পাত্রীকে উপস্থিত করেছেন। তাদের মধ্যে যুধিষ্ঠিরের মুখে সামান্য কয়েকটি উক্তি প্রকাশ করেছেন, আর একজন [illegible] নীরব শ্রোতা। কিন্তু কবি তাঁর কবিপ্রতিভা দ্বারা নীরব ও সরব — উভয় পাত্র-পাত্রীর চরিত্রগুলি নিখুঁতভাবে অঙ্কন করেছেন। আবার ঐ তিনটি চরিত্রের মধ্যে দ্রৌপদীর চরিত্র একদিকে যেমন অস্বাভাবিক, অপরদিকে সেইরূপ স্বাভাবিক; আবার অসমান ও অপরূপ কবিসৃষ্টি।

এখানে দ্রৌপদীকে প্রথমে উপস্থিত করা হয়েছে অসহমানা মুখরা রমণী হিসাবে। বনেচরের মুখে শোনা দুর্যোধনের রাজশাসন বৃত্তান্তগুলি যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর ঘরে গিয়ে ভায়েদের বলতে গিয়েছিলেন। সে কথাগুলি বলামাত্র দ্রৌপদী মূর্তিমতী অক্ষমার মত দাঁড়িয়ে যুধিষ্ঠিরকে নানা বাক্যবাণে বিদ্ধ করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে বিচার করলে দ্রৌপদীকে কোপনস্বভাবা, প্রতিহিংসাপরায়ণা রমণী বলে মনে হলেও তাঁর প্রতিটি উক্তির মর্মার্থ বিচার করলে দেখা যাবে — তিনি যথার্থ মহীয়সী বীরাঙ্গনা ভারতরমণী।

দ্রৌপদীর বাক্যগুলির মধ্যে ক্রোধ ও প্রতিহিংসাপরায়ণতার ছায়া থাকলেও নীতিহীন ছিল না বরং প্রতিটি উক্তিই ছিল রাজনীতি নির্ভর। দ্রৌপদী রাজনন্দিনী, রাজগৃহিণী, তাই রাজনীতি তাঁকে পৃথক্ ভাবে শিক্ষা করতে হয় না। জন্ম থেকে তিনি রাজনীতির জটিল আবর্তগুলির পরিচয় পেয়ে আসছেন। তিনি তাঁর রাজনীতিপরিশুদ্ধ মনীষার দ্বারা উপলব্ধি করেছেন যে, রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হ'লে যুধিষ্ঠিরের মত ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার বিগ্রহ হওয়া স্বীকার্য নয়। শঠে শাঠ্যং হচ্ছে প্রকৃত মার্গ। তাই বলেছেন—

'ব্রজন্তি তে মূঢ়ধিয়ঃ পরাভবং
ভবন্তি মায়াবিষু যে ন মায়িনঃ।।'

অর্থাৎ মায়াবী অর্থাৎ শঠেদের প্রতি যে সমস্ত মূঢ়মতি শঠতা করতে না পারে তারা পরাজয়ই স্বীকার করে। দ্রৌপদী জানেন, 'আর্জবং কুটিলেষু নীতিঃ'। অর্থাৎ কপটদের প্রতি সরলতা — নীতিশাস্ত্র সম্মত নয়। দ্রৌপদীর উক্তি নিচয়ের মধ্যে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড — রাজনীতির চতুঃস্তম্ভের মত চারটি নীতিবোধের পরিচয় স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়। তবে প্রসঙ্গ বৈশিষ্ট্যে তিনি মুখ্যতঃ ভেদ ও দণ্ডনীতিকে অবলম্বন করেই বাক্যবিন্যাস করেছেন। তার সঙ্গে ক্ষাত্রধর্ম পালনে যে উৎসাহ ও অক্ষমার গুরুত্ব অত্যধিক তা প্রকাশ করে তিনি তাঁর স্বচ্ছ রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। তাই তিনি ৪র্থ উক্তিটি করেছেন এভাবে যে, অনুকূল সহায় সম্পন্ন হয়েও একমাত্র যুধিষ্ঠির ছাড়া অন্যকোন রাজা অনুরক্তা মনোহারিণী নিজের পত্নীর ন্যায় রাজলক্ষ্মীকে শত্রুর হাতে তুলে দেয় না। এই উক্তির মধ্যে কামন্দকীয় নীতিজ্ঞনের

Scanned with OKEN Scanner

পরিচয় পাওয়া যায়। কামন্দকীয় নীতিসারে বলা আছে।

'উদ্যোগসম্পন্নস্য সুসহায়স্য ধীমতঃ।
ছায়েবানুগতা তস্য নিত্যং শ্রীঃ সহচারিণী।।'

অর্থাৎ উদ্যমী, সহায় সম্পন্ন বুদ্ধিমান রাজাকে রাজলক্ষ্মী ছায়ার মত অনুসরণ করে।

উৎসাহের পরই ক্ষাত্রধর্মের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ক্ষমার উল্লেখ আছে তার পরবর্তী উক্তিতেই। তিনি বলতে চেয়েছেন, শত্রু কর্তৃক এই আপদে তার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়ে শত্রুবর্গকে ছারখার করছে না কেন? তারপরের উক্তিতে তিনি ক্ষমাহীনতার ফলটিও উল্লেখ করেছেন— 'যাঁর ক্রোধ নিষ্ফল হয় এবং যে সমস্ত বিপদ নাশ করতে পারে, মানুষ তারই বশীভূত হয়। কিন্তু ক্রোধহীন মানুষকে বন্ধুরাও ভালবাসে না আবার শত্রুরাও ভয় করে না।'

এরপর তিনি পরপর পাণ্ডবদের দুরবস্থার দৃশ্যগুলি বর্ণনা করেছেন। এটি একজন বিশিষ্ট রাজনীতিকের কূটকৌশলের অনুরূপ।

তারপর তিনি বিপদাচ্ছন্ন যুধিষ্ঠিরকে উদ্দীপিত করার জন্য ভিন্ননীতি অবলম্বন করে বলেছেন, শত্রুদ্বারা নির্জিত হওয়া ছাড়া যে (দৈবী) বিপদ, সে তো মানীদের নিকট উৎসব তুল্য—

'পরৈরপর্যাসিত বীর্যসম্পদাম্
পরাভবোঽপ্যুৎসব এব মানিনাম্।।'

তিনি রাজনীতিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে বলেছেন, যুধিষ্ঠির যে অনাবিল সামনীতিকে অবলম্বন করে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছেন তাপসদের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য রাজাদের যে সিদ্ধি, তা এপথে আসে না।

'শমেন সিদ্ধিং মুনয়ো ন ভূভৃতঃ'।

এইভাবেই তিনি ক্রমশঃ সামের পরিবর্তে দণ্ডনীতিতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কখনও ব্যঙ্গ করে কখনও অভিযোগের সুরে বাক্য প্রয়োগ করেছেন। যেমন বলেছেন, যুধিষ্ঠিরের মত যশস্বী ব্যক্তিরা যদি অবমাননা সহ্য করে সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে তো জগতে মনস্বিতা আশ্রয়ের অভাবে নষ্ট হ'য়ে যাবে — 'নিরাশ্রয়া হন্ত হতা মনস্বিতা।' আবার ব্যঙ্গের সুরে বলেছেন যে, যদি যুধিষ্ঠির ক্ষাত্র পরাক্রম ভুলে ক্ষমাকেই সুখের কারণ ভেবে থাকেন, তাহলে তার মুকুটাদি রাজচিহ্নের প্রয়োজন নাই, বরং জটাবল্কল ধারণ করে অগ্নিতে আহুতি দিন। 'জটাধরঃ সন্ জুহুধীহ পাবকম্'।

শেষে দ্রৌপদী সরাসরি তাঁর সিদ্ধান্তও ঘোষণা করেছেন যে, অবিলম্বে যে কোন ছলে চুক্তিভঙ্গ করে যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধোদ্যম নেওয়া কর্তব্য। এটিই রাজনীতি অনুযায়ী; তা বোঝাবার জন্যই বলেছেন, যে কোন বিজয়াভিলাষী রাজা শত্রুদের সম্বন্ধে ছলের আশ্রয়ে সন্ধি ভঙ্গ করে থাকেন।

'অরিষু হি বিজয়ার্থিনঃ ক্ষিতীশা বিদধতি সোপধি সন্ধিদূষণানি।'

সুতরাং রাজনীতি বিষয়ে দ্রৌপদীর বাক্‌পটুতাই তাঁর গভীর রাজনীতিজ্ঞানের প্রমাণ।

১১। দ্রৌপদীর ভাষণানুসারে পাণ্ডবদের দুরবস্থার একটি চিত্র অঙ্কন কর।

উত্তর : মহাকবি ভারবি মহাকাব্য রচনায় ছন্দঃসৃষ্টিতে, বর্ণবিন্যাসে, অর্থগৌরব সৃষ্টিতে

যেমন অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন অনুরূপ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন চরিত্র চিত্রণে ও নিসর্গ বর্ণনায়।

মহাকাব্যের প্রথম সর্গটি আরম্ভ করেছেন দুর্যোধনের রাজ্য শাসন বৃত্তান্ত বর্ণনের মধ্য দিয়ে এবং শেষ করেছেন দ্রৌপদীর প্রতিবাদী ভাষণে। তার মধ্য দিয়েই তিনি দুর্যোধন, দ্রৌপদী যুধিষ্ঠির প্রমুখের চরিত্র চিত্রণ করেছেন, রাজনৈতিক তত্ত্বও পরিবেশন করেছেন। মানুষের অন্তরের সুখ-দুঃখের অনুভূতিগুলিকেও ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

বনেচর কথিত দুর্যোধনের সাফল্যময় বৃত্তান্তগুলি যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর কাছে নিয়ে গেলাম মূর্তিমতী অক্ষমার মত দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে নানা বাক্যবাণে বিদ্ধ করেছেন। তবে তাঁর তিরস্কার সূচক বাক্য প্রয়োগের মুখ্য লক্ষ্য হ'লো যুধিষ্ঠিরের মধ্যে যুদ্ধোদ্যমটি জাগিয়ে তোলা। তার জন্য তিনি বার বার যুধিষ্ঠিরের দুর্বল স্থান গুলিতে আঘাত করেছেন।

বিশেষ লক্ষণীয় যে তিনি যুধিষ্ঠিরের শান্তিপ্রিয়তায় অত্যন্ত বিরক্ত ও রুষ্ট হ'লেও শিষ্টাচার লঙ্ঘন করেন নি। তাঁর বুকে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও কথা বলার পূর্বেই সে যে দুঃসহ মনোবেদনাবশতঃ কথাগুলি বলতে চাইছেন সেরূপ অনুজ্ঞা প্রার্থনা করতে ভুলে যান নি। দ্রৌপদী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যুধিষ্ঠিরের দুর্বলস্থানে আঘাত করতে উদ্যত হয়েই প্রথমে ভীমাদি পাণ্ডবদের কথা ভেবেছেন। কারণ তিনি যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃপ্রেম যে কতখানি গভীর তা ভালোভাবেই জানতেন। তাই তিনি যুধিষ্ঠিরকে উদ্দীপিত করতে এক এক করে প্রত্যেকটি ভাই এর বনবাসকালীন দুর্দশার কথা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী করে ব্যক্ত করেছেন।

প্রথমে উল্লেখ করেছেন, মধ্যমপাণ্ডব ভীমের কথা। যে ভীম রাজ্য থাকাকালে সর্বাঙ্গে রক্তচন্দন লেপন রূপ অঙ্গরাগে অভ্যস্ত ছিলেন, সেই ভীমের বনবাস কালীন অঙ্গরাগের দ্রব্য হয়েছে পথের ধুলা। তাঁর শরীর এখন ধূলিধূসরিত। রাজ্যকালে তিনি সর্বদা রথে করে পরিভ্রমণ করতে অভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু বনবাসকালে সেই ভীম কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর পার্বত্য ভূমিতে পদব্রজে বিচরণ করছেন। সুতরাং এই দুর্গতি দেখাও দুঃখজনক। ইন্দ্রতুল্য অর্জুন রাজত্বকালে দিগ্বিজয় যাত্রায় উত্তর কুরুদেশ জয় করে প্রচুর স্বর্ণরৌপ্যময় সম্পদ যুধিষ্ঠিরকে এনে দিয়েছিলেন। সেই অর্জুন যুধিষ্ঠিরের কৃতকর্মের ফল ভোগ স্বরূপ বনবাস কালে যুধিষ্ঠিরকে বল্কল এনে দিচ্ছেন এর অধিক পরিতাপের বিষয় কিছু থাকতে পারে না।

এরপর নকুল-সহদেব — অতি আদরের দুটি যমজ ভাই সকলের আদর, যত্ন, ভালবাসা-সোহাগ পেয়েই যাদের দিন কাটত তারা এখন অযত্নে বনভূমিতে শুয়ে থাকে। রুক্ষ ভূমিতে শোয়ার ফলে কোমল অঙ্গ হ'য়েছে কঠিন, কেশচর্চাও নাই তাই মাথার রুক্ষচুল গুলো এলোমেলো। দুটিকে এখন পার্বত্য হস্তিযুগলের মত দেখাচ্ছে। এদৃশ্য দ্রৌপদীর কাছে হৃদয় বিদারক মর্মান্তিক।

এরপর দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের দুর্দশার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন যে, যে রাজা যুধিষ্ঠির রাজত্বকালে মহামূল্য শয্যায় শয়ন করে বৈতালিকদের মাঙ্গলিক গান শুনতে শুনতে নিদ্রাত্যাগ করতেন সেই যুধিষ্ঠির বনবাসে কুশাকীর্ণ কঠিন বনভূমিতে শয়ন করছেন এবং শৃগালের অমঙ্গলজনক চীৎকারে নিদ্রাত্যাগ করছেন। এর অধিক দুর্দশা কল্পনাও করা যায় না। যুধিষ্ঠির রাজত্বকালে ব্রাহ্মণদের ভুক্তাবশিষ্ট ভক্ষণ করতেন, অর্থাৎ অত্যন্ত সুখাদ্য ভক্ষণ করে অভ্যস্ত ছিলেন, বনবাসকালে তাঁর আহার্য হ'য়েছে একমাত্র বন্য ফলমূল। ফলে পূর্বের

Scanned with OKEN Scanner

রমণীয় শরীর দিনদিন ক্ষীণ হ'য়ে যাচ্ছে। দ্রৌপদী সেইসঙ্গে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, যুধিষ্ঠিরের যশোরাশি যেমন ক্ষীণ হচ্ছে। অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের কেবল কায়িক দুর্দশাই ঘটেনি, সেইসঙ্গে তাঁর আন্তর দুর্দশাও ঘটেছে। যুধিষ্ঠিরের দুর্দশা সম্পর্কে কথা বলা এখানেই শেষ নয়, — রাজা যুধিষ্ঠিরের পাদুখানি মণিময় পীঠে থাকত, আর রাজাদের মাথার মালার পরাগে রঞ্জিত হতো, কিন্তু বনবাসী যুধিষ্ঠিরের পাদুখানি থাকে অগ্রহীন কুশের উপর। অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবেই কুশে ক্ষত হ'য়ে নিজের রক্তেই এখন পা রঞ্জিত হয়।

দ্রৌপদী এইভাবে পাণ্ডবদের বনবাসকালীন দুর্দশাগুলি উল্লেখ করে বলেছেন, যে এসমস্ত দুর্দশা শত্রুকৃত বলেই তাঁর আক্ষেপ এবং সেজন্য তার মন যেন সমূলে উৎপাটিত হচ্ছে। এখানে আরও লক্ষণীয় যে, দ্রৌপদী রাজনন্দিনী হয়েও পতির দোষেই বনবাসিনী এবং তার জন্য অশেষ দুঃখ দুর্দশা ভোগ করছেন, তথাপি সে কথা একবারও ব্যক্ত করেন নি।

১২। 'ভারবেরর্থ গৌরবম্' —উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

উত্তর ঃ কবিকুলতিলক কালিদাসের পর যে কয়জন মহাকবি সংস্কৃত সাহিত্যজগতে নিজেদের নামকে অক্ষয় করে রেখে গেছেন, তাঁদের মধ্যে ভারবি অন্যতম কেবল নন, শ্রেষ্ঠ বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। একমাত্র ভারবির কবিকীর্তিই কালিদাসের কবিকীর্তির সঙ্গে একত্র স্থানলাভ করেছে। আইহোল শিলালিপিতে উল্লেখ করা হ'য়েছে—

'স বিজয়তাং রবিকীর্তিঃ কবিতাশ্রিত কালিদাসভারবিকীর্তিঃ।'

ভারবি তাঁর একমাত্র কাব্য 'কিরাতার্জুনীয়ম্' কাব্যের সাহায্যে যে অলোকসামান্য কীর্তি ও জনপ্রিয়তার অধিকারী হয়েছেন, তার একমাত্র মূল তাঁর সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থভূয়িষ্ঠ শব্দচয়ন। ভারবি যাকে বলেছেন 'গরীয়সী গীঃ' গরীয় বাক্যম্ অথবা 'গুর্বী অর্থসম্পৎ' — তাকেই বলা হয় অর্থ গৌরব। অর্থগৌরবের জন্যই ভারবি সংস্কৃত কাব্যজগতে অনন্য। 'গৌরব' কথাটি এক্ষেত্রে 'গভীরতা' এবং সরবত্তার সমার্থক।

ভারবি ভাষাদর্শের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন। তিনি বিভিন্নস্থানে তাঁর কাব্যের পাত্র-পাত্রীর মুখ দিয়ে তাঁর ভাষাদর্শটি প্রকাশ করেছেন। যেমন তিনি প্রথম সর্গে বনেচরের উক্তি সম্পর্কে নিজেই বললেন—

'স সৌষ্ঠবৌদার্যবিশেষশালিনীং
বিনিশ্চতার্থামিতি বাচমাদদে।।' ১।৩

অর্থাৎ সে সৌষ্ঠব, ঔদার্যযুক্ত ও জ্ঞাতার্থ বাক্য বলেছিল। দ্বিতীয় সর্গে যুধিষ্ঠিরের উক্তির মধ্যে রয়েছে—

'স্ফুটতা ন পদৈরপাকৃতা ন চ ন স্বীকৃতমর্থ গৌরবম্।
রচিতা পৃথগর্থতা গিরাং ন চ সামর্থ্যমপোহিতং ক্বচিৎ।।' ২।২০

অর্থাৎ শব্দগুলির অর্থ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, অথচ তা গভীর অর্থ বহন করছে। বাক্যগুলির প্রত্যেকটির অর্থ পৃথক আছে, কিন্তু পরস্পর সাপেক্ষতা লুপ্ত হয়নি।

একাদশ সর্গে অর্জুনের উক্তিতে আছে—

'প্রসাদরম্যমোজস্বি গরীয়ো লাঘবান্বিতম্।
সাকাঙ্ক্ষমনুপস্কারং বিষ্বগ্গতি নিরাকুলম্।।' ১১।৩৮

অর্থাৎ আপনার বাক্য অর্থবিশিষ্ট, সমাসবহুল, অর্থগৌরবশালী, বিস্তৃতি দোষহীন, আকাঙ্ক্ষাযুক্ত, উহাদোষহীন, অধ্যাহারবর্জিত ও সম্পূর্ণ অর্থ প্রতিপাদক।

অনুরূপ কথা চতুর্দশ সর্গে অর্জুনের উক্তিতে উচ্চারিত হয়েছে। সুতরাং ভারবি বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁর কাব্যের ভাষা সম্পর্কে যে আদর্শের কথা বলেছেন, তা যে তাঁর নিজের রচনায় পরিস্ফুট হবে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ভারবির বাক্যে অর্থের গভীরতা ও সারবত্তা লক্ষ্য করেই মল্লিনাথ প্রশংসাচ্ছলে তাঁর কাব্যকে বহিরাবরণযুক্ত অন্তঃসারবিশিষ্ট নারকেল ফলের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন—

'নারিকেলফলসম্মিতং বচো ভারবেঃ....'

প্রকৃতপক্ষে ভারবির বহু বক্তব্যেই ঐ গভীরতা ও সারবত্তার সন্ধান পাওয়া যায়।

'বিবিক্ত বর্ণাভরনা সুখশ্রুতিঃ প্রসাদয়ন্তী হৃদয়ান্যপি দ্বিষাম্।
প্রবর্ততে নাকৃতপুণ্যকর্মণাং প্রসন্নগম্ভীরাপদা সরস্বতী।।'

ভাষা সম্পর্কে এই শ্লোকটিই ভারবির অর্থগৌরবের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এখানে অর্থের গুরুত্ব বেড়েছে অলঙ্কার ও শ্লেষের ব্যবহারে।

শব্দ যাদুকর ভারবির অর্থভূয়িষ্ঠ শব্দচয়নবৈশিষ্ট্য কিছুটা বিরুদ্ধ সমালোচনার সহায়ক। যেমন বলা হয়েছে— 'অপশব্দ শতং মাঘে ভারবৌতু শতত্রয়ম্'। কিন্তু তাঁর অনুরূপ শব্দপ্রয়োগ, ভাষাশৈলী ও অলঙ্কার বিন্যাসের জন্য তিনি নিন্দা অপেক্ষা অনেক বেশি প্রশংসা পেয়েছেন। বস্তুতঃ ভারবির শব্দপ্রয়োগ কৌশলে অর্থবোধে যতটুকু জটিলতা সৃষ্টি হয়, তার থেকেও শব্দবৈচিত্র্যজনিত কাব্যসৌন্দর্য ও রসমাধুর্য পাঠকচিত্তকে ভাববিহ্বল করে তোলে অনেকগুণে বেশি।

মানবজীবনের নানাদিক দিয়ে অসংখ্য সারবান্ বক্তব্য কিরাতার্জুনীয়ম্ কাব্যে যত্র তত্র ছড়িয়ে আছে। দীর্ঘকালের ব্যবধান সত্ত্বেও ভারবির রুচিরার্থা ভারতী **'সহসা বিদধীত ন ক্রিয়ামবিবেকপরমাপদাং পদম্', 'বিপদন্তাহ্যবিনীত সম্পদঃ' 'হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ' 'সুলভা রম্যতা লোকে দুর্লভং হি 'গুণার্জনম্', 'দুর্লক্ষ্যচিহ্না মহতাং হি বৃত্তিঃ'** প্রভৃতি উক্তিগুলি সদুক্তির মত মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে নিঃসন্দেহে 'ভারবেরর্থগৌরবম্'— এই কবি প্রশস্তিকে যথার্থতা দান করে।

১৩। 'নারিকেল ফলসম্মিতং বচো ভারবেঃ।' উক্তিটির আলোকে ভারবির রচনা শৈলী সম্পর্কে তোমার অভিমত প্রকাশ কর।

উত্তর ঃ মহাকবি ভারবি একাধারে মহাকবি কালিদাসের সঙ্গে তুলিত এবং পরবর্তী কবিদের নিকট আদর্শ হিসাবে গৃহীত। ভারবির অসামান্য জনপ্রিয়তা ও অসাধারণ কবিপ্রতিভার একমাত্র প্রতিভূ 'কিরাতার্জুনীয়ম্' মহাকাব্যখানি। এই মহাকাব্যখানিতে একদিকে যেমন গুরুগম্ভীর নীতিবিজ্ঞান, কূটরাজনীতি ও ওজোগুণসম্পন্ন বীরধর্ম তথা ক্ষাত্র ধর্ম সম্পর্কে দীর্ঘ ও সুষ্ঠু আলোচনায় কবি তাঁর বৈদগ্ধ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন, তেমন অপরদিকে বন, পর্বত, শরৎ প্রভৃতি নিসর্গদৃশ্য বর্ণনার অবসরে নিখুঁত কথাচিত্র এঁকেছেন। তাঁর ভাষা, বর্ণনা ও কল্পনার যুগপৎ মিলনে এটি কবির কাব্যভুমির কল্পবৃক্ষের ফলে পরিণত হয়েছে।

ভারবি তাঁর কল্পনা বিলাস কাব্যে অনেকস্থলে অধিকমাত্রায় আরোপ করায় বাস্তবতা

Scanned with OKEN Scanner

[illegible] তাঁর রচনার বিরুদ্ধে অমূলক অপবাদ করা [illegible] যুক্ত হ'লেও [illegible] হানি ঘটিয়ে [illegible] কিরাতার্জুনীয়মে প্রদর্শিত হ'য়েছে। ব্যাকরণ, ছন্দ। [illegible] — সমস্তকিছু তাঁর [illegible] রাজনীতি, অর্থনীতি, পুরাণ, ইতিহাস [illegible] ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও ছন্দ দিয়ে যে [illegible] অবলম্বন করেছেন। এই সমস্ত [illegible] 'কিরাতার্জুনীয়ম্' [illegible] কাঠিন্যের আবরণে ঢাকা পড়ে যায়। পূর্বোক্ত সমস্ত কিছু জানাতে হয় যে, তাঁর সৃষ্টি কাব্যকলা [illegible] হানি ঘটে না। [illegible] 'কিরাতার্জুনীয়মের' অন্তর্নিহিত রসের বিন্দুমাত্র হানি ঘটে না।

ভারবি একাধারে কবি ও বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচনার মধ্যে যুগপৎ কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের প্রকাশ ঘটায় অন্যান্য কাব্য থেকে কিছুটা ভিন্নতা বা স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হয়েছে। সেই ভিন্নতাকে লক্ষ্য করেই মল্লিনাথ ভারবির কাব্যকে নারিকেল ফলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। নারিকেলের উপরটি যেমন কঠিন আবরণে ঢাকা থাকলেও তাকে ভাঙলেই রসাল মধুর শাঁস এবং সুমিষ্ট জল পাওয়া যায় তেমনি ভারবির রচিত শ্লোকগুলিও যথাযথ অর্থবোধের সঙ্গে বিশ্লেষণ করলেই তার মধ্য থেকে শৃঙ্গাররস[illegible], ধ্বনি, অলঙ্কার প্রভৃতির অনুভব সহজেই হয়ে থাকে।

সুতরাং সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন,

'সবাসনানাং সভ্যানাং রসস্যাস্বাদনং ভবেৎ।
নির্বাসনাঃ শাব্দিকাদ্যাঃ কাষ্ঠকুড্যাশ্মসন্নিভাঃ।।'

অর্থাৎ কেবল বাসনাযুক্ত সভ্যদেরই রসের আস্বাদন হয়। বাসনাহীন শাব্দিকগণ প্রভৃতি কাঠ, মাটির ঢেলা ও পাথরের টুকরোর মত।

তাই কাব্যরসিকগণ চিরকাল ভারবির কাব্যকে কালিদাসোত্তর কাব্যগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়েছেন।

ভারবির কাব্যের অর্থগৌরবও অনেকের কাছে কাঠিন্যের কারণ হ'য়েছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থবোধ হওয়া মাত্র যে রসাস্বাদন হয়ে থাকে তা অনুপম, বর্ণনাতীত।

উদাহরণ স্বরূপ—

'কথাপ্রসঙ্গেন জনৈরুদাহৃতা
দনুস্মৃতাখণ্ডলসূনুবিক্রমঃ।
তবাভিধানাদ্ ব্যথতেনতাননঃ
সদুঃসহ মন্ত্রপদাদিবোরগঃ (১।২৪)

অর্থ হলো কথা প্রসঙ্গে জনগণ আপনার নাম উচ্চারণ করলে দুর্যোধন ইন্দ্রপুত্র অর্জুনের পরাক্রম স্মরণ করে বিষবৈদ্যগণ দুঃসহ মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করলে সর্প যেমন মাথা নত করে দুর্যোধনও সেরূপ মাথা নত করে যন্ত্রণা ভোগ করে।

এখানে কবি, আখণ্ডলসূনুবিক্রম পদদুটি শ্লেষ সৃষ্টি করে উপরে একটি কাঠিন্যের আবরণ রচনা করেছেন।

অনুরূপ—

সহসা বিদধীত ন ক্রিয়ামবিবেকপরমাপদাং পদম্।
বৃণতে হি বিমৃশ্যকারিণং গুণলুব্ধা স্বয়মেব সম্পদঃ।। ২।৩০

অর্থ— হঠাৎ কোনো কাজ করা উচিত নয়। অবিবেক পরম আপদের কারণ। গুণানুরাগিনী সম্পদ নিজেই বিবেচকজনকে বরণ করে।

এখানে বিমৃশ্যকারী শব্দের অর্থগৌরব না বুঝে অনেকে কাব্যের গৌরবহানি ঘোষণা করে থাকে। সুতরাং ভারবির কাব্যের যে মূল্যায়ন মল্লিনাথ করেছেন তা তর্কাতীত — 'নারিকেলফলসম্মিতং বচো ভারবেঃ।'

ভাবনিস্তার (সংস্কৃতে)

১। ন হি প্রিয়ং প্রবক্তুমিচ্ছন্তি মৃষা হিতৈষিণঃ।। ২গ/ঘ
২। হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ।। ৪ঘ

ইহজগতি প্রায়শঃ জনাঃ হিতং মনোহরঞ্চ আপ্তুমিচ্ছন্তি। কিন্তু জগতি এতে একত্র দুর্লভে এব। যথা জীবনদায়িনঃ অগদস্য প্রায়েণ কটুরসান্বিতা ভবতি তথা পরিণামে হিতকারিণী বাণী ন হি মনোহারিণী সর্বথা ভবেৎ। অতঃ যে তাবৎ হিতৈষিণঃ তে হিতমেব উপদিশন্তি; তৎ প্রিয়ম্ অপ্রিয়ংবা হিতার্থিনাং স্বীকার্যম্। যে কেবলং প্রিয়ং কথয়িত্বা সন্তোষম্ উৎপাদয়ন্তি তে পরোক্ষে বিনাশমেব সাধয়ন্তি। যদপি 'মাব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্' ইতি অপ্রিয় সত্যভাষণে নিষেধো দৃশ্যতে তথাপি কুত্রাপি মৃষা প্রিয়ভাষণবিধির্ন দৃশ্যতে। অপিচ এবং কথ্যতে কবিনা—

'সুলভাঃ পুরুষ রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ।।'

অতঃ সর্বথা জনানাং অপরেষাং হিতমেব বক্তব্যম্ তৎপ্রিয়ম্ অপ্রিয়ং বা। অন্যোষামপি বিষকুম্ভপয়োমুখানাং অহিতং প্রিয়বাক্যং বিহায় হিতৈষিণাম্ অপ্রিয়মপি হিতকরং বাক্যং স্বীকার্যমিতি ভাবঃ।

৩। বরং বিরোধোঽপি সমং মহাত্মভিঃ।। ৮ঘ

ইহ খলু জগতি সর্বে স্বেষাম অভ্যুদয়মিচ্ছন্তি। অভ্যুদয়লাভস্য পন্থাঃ তু ন হি কুসুমাস্তীর্ণঃ অপি তু দুর্গম এব। তেন অভ্যুদয়লাভার্থং জনঃ অপরেষাং সঙ্গং সহায়ং বা বাঞ্ছতি! তত্র সহায়নির্বাচনে জনেন সাবধানেন ভবিতব্যম্। যতঃ নীচৈঃ সহ সমাগমেন নীচতা এব প্রাপণীয়া। তেন অভ্যুদয়মিচ্ছতো জনস্য কদাপি নীচেন দুর্জনেন সহ মিত্রতা ন করণীয়া। মহাত্মভিঃ সহ বিরোধোঽপি দুর্জনেন সহ মিত্রতায়া মনাক্ প্রিয়ঃ। যতঃ মহাত্মানং জেতুং গুণঃ অর্জনীয়ঃ। অতঃ মহাত্মবিজিগীষুঃ জনঃ ক্রমশঃ গুণবান্ সঞ্জায়তে কিন্তু নীচেন সহ মিত্রতায়া দোষ এব জায়তে। অতঃসর্বেষাং জনানাং সর্বথা শত্রুরূপেণ মিত্ররূপেণ বা সজ্জনেন সহ সমাগমঃ কর্তব্যঃ। অনেন বিরোধেনাপি চারিত্রিকী উন্নতি র্ভবেদিতি ভাবঃ।

৪। অহো দুরন্তা বলবদ্‌বিরোধিতা।। ২৩ ঘ

ইহ খলু জগতি সর্বে এব নিঃশঙ্কং জীবনমিচ্ছন্তি। সর্বেষাং সমাগমেন সর্বৈঃ সমং মিলনেনৈব এবং প্রার্থনীয়ং শংকাহীনং জীবনং লভ্যম্। উদারচরিতাঃ জনাঃ নিঃশঙ্কং জীবনং লভন্তে। যতঃ কথ্যতে — 'উদার চরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্' ইতি। সাধারণানাং জনানাং নিঃশঙ্কং জীবনং দুর্লভমেব। তথাপি যদি সাধারণেন সহ বিরোধো জায়তে তর্হি ক্ষণাদেব অস্য

বিরোধস্য দুঃখকরং বা ফলং জায়তে। আপাতদৃষ্টিকালে কিং ভবিষ্যতীতি দুশ্চিন্তা নাস্তি। বলবতা সহ বিরোধে সজ্জাতে তু শঙ্কাহীনতায়াঃ অবকাশো নাস্তি। বলবতা সহ বিরোধে দুষ্টাবসানা অনর্থপর্যবসায়িনী এব। তেন যাবৎ প্রবলৈঃ সহ বৈরম্ ভিষ্ঠতি তাবৎ দুষ্টরা চিন্তয়া জনঃ সদৈব ক্লিশ্যতি, মরণতুল্যং দুঃখং ভুঙ্‌ক্তে চ। যতঃ চিন্তাজ্বর মনুষ্যাণাম্।

অতঃ জগতি সুখং শান্তিং সমৃদ্ধিং চ লব্ধুং সর্বৈঃসহ বিশেষেণ প্রবলৈঃসহ মৈত্রী এব স্থাপনীয়া ইতি ভাবঃ।

৫। 'ব্রজন্তি তে মূঢ়ধিয়ঃ পরাভবং
ভবন্তি মায়াবিষু যে ন মায়িনঃ।।' ২৩ ক /খ

জগতি খলো জনো বা মায়াবী জনো বা শঠো জনঃ সর্পাদপি হিংস্রঃ ক্রূরশ্চ। খলো জনো কদাপি কস্যাপি উপকারং ন সম্পাদয়তি। অপিচ অকুটিলানাং জনানাম্ অমঙ্গলং সাধয়তি। নীতিশাস্ত্রস্যাপি নির্দেশঃ — শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। শঠেন সহ যদি কোঽপি শঠতাং ন করোতি তর্হি স বুদ্ধিহীন ইব প্রতিভাতি। পরিণামে স খলাৎ পরাজয়তে অপিচ খলেন বিনশ্যতে এব। যুধি যথা শত্রুম্ উপেক্ষমাণো জনঃ শত্রুনা পরাস্তো নিহতো বা ভবতি তথৈব সংসারসমরাঙ্গণে শঠমুপেক্ষমাণো জনো নূনং শঠেন বিনষ্টো ভবেৎ। শঠো মায়াবী বা কদাপি সদুপদেশেন উপকারেণাপি বশীভূতো ন ভবতি। তেন সহ শাঠ্যমেব তস্য বশীকরণস্য সাধনম্। কবিনা কথিতম্ আর্জবং হি কুটিলেষু ন নীতিঃ। অন্যত্রাপি কথিতং — 'শাম্যেৎ প্রত্যপকারেণ নোপকারেণ দুর্জনঃ' মায়াবিনং শঠং প্রতি শঠতা এব সমাশ্রয়ণীয়া, যে তাবৎ শঠস্য নৈসর্গিকীং প্রকৃতিং ন বিজায় শঠেন সহ সারল্যেন তিষ্ঠতি স শঠেন অবশ্যমেব মরিষ্যতি। অতঃ সদৈব সর্বেষাং জনানাম্ শঠং প্রতি শঠতা আচরণীয়া ইতি ভাবঃ।

৬। বিচিত্ররূপা খলু চিত্তবৃত্তয়ঃ।। ৩৭ খ

ইয়ং তাবৎ পৃথিবী বৈচিত্র্যস্য আস্পদম্। যথা পৃথিব্যা উপমা ন বিদ্যতে তথৈব পার্থিবানাং কেষামপি কেনাপি সহ সমস্তাৎ সাদৃশ্যং নাস্তি। সৃষ্টেঃ প্রাক্ বাণী উত্থিতা একঃ সদ্‌বিপ্র বহুধা ভবন্তি। তেনেয়ং পৃথিবী বহূনাং বৈচিত্র্যানাং লীলাভূমিঃ সঞ্জাতা। বিশেষেণ মনুষ্যাণ্যাং প্রকৃতিবৈচিত্র্যং-নিতরাং লক্ষণীয়ম্। কেচিৎ আস্তিকাঃ কেচিৎ নাস্তিকাঃ কেচন ধনমেবপরমার্থং বিজ্ঞায় ধনম্ অনুধাবন্তি, কেচন বা ধনং বিহায় ধর্মমর্জয়ন্তি। কেচিৎ শাস্ত্রব্যসনিনঃ ভবন্তি, অপরে চ কামক্রোধজব্যসনেষু আসক্তাঃ জীবনমতিবাহয়ন্তি। কেচিৎ সুখেষু আনন্দিতাঃ দুঃখেষু অভিভূতা ভবন্তি, অপিচ অপরে বা সুখদুঃখে, লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ — সমৌ মন্যমানাঃ তিষ্ঠন্তি। মনুষ্যাণাং চিত্তগুহা তমসাবৃতা অপরিজ্ঞেয়া চ। চিত্তবৃত্তিশ্চ পুনঃ এবং বিচিত্রা যা দুর্নির্ণেয়া। ভ্রান্তদর্শিনা কবিনা কালিদাসেনাপি উক্তম্—'ভিন্নরুচি র্হি লোকঃ।'

৭। পরাভবোঽপ্যুৎসব এব মানিনাম্।

ইহ খলু জগতি উত্তমো মধ্যমোঽধমশ্চ ত্রিবিধা জনা বিদ্যন্তে। তেষু অধমোজনো ধনমেব লব্ধা সুখী ভবতি। মধ্যমো জনো ধনমানৌ উভৌ চ বাঞ্ছতি। যে তাবৎ উত্তমা জনা স্তে কেবলং মানমিচ্ছন্তি। তে বিপদাপন্নাঃ সন্তোঽপি অবসন্না ন ভবন্তি, যদি তেষাং মানহানি র্ন জায়তে। মানিনো জনাঃ মানস্য বিনিময়েন সর্বমেব ত্যক্তুংশক্তাভবন্তি, মানং বিনা। মানহানিরেব মানিনাং দুঃসহা দুঃখদা চ। মানবতাং জনানাং সম্পদি বিপদি চ একরূপতা দৃশ্যতে। কবিনাপ্যুক্তম্

— 'সম্পত্তৌ চ বিপত্তৌ চ মহতামেকরূপতা'। যদা তু মানিনাং মানহানির্জায়তে তদা তেষাং জীবনহানেরধিকং দুঃখং জায়তে। মান এব মানিনাং ধনম্। কবিনা কথিতং 'মানোহি মহতাং ধনম্'। অতো মানিনাং মানহানিঃ জীবনহানেরধিকং দুঃখকরমিতি ভাবঃ।

ভাবসম্প্রসারণ-বাংলায়

নহি প্রিয়ং প্রবক্তুমিচ্ছন্তি মৃষা হিতৈষিণঃ। ২

জগতে হিতকামী ও অহিতকামী দুপ্রকার মানুষ থাকে। অহিতকামী ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ স্বার্থপর। তারা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অপরের মনজয় করতে সবসময় মনোমুগ্ধকর প্রিয়বাক্য বলে থাকে। সেক্ষেত্রে তারা কখনও মিথ্যা বলে প্রিয়বাক্য বলা থেকে নিরস্ত হয় না। তারা হ'চ্ছে বিষকুম্ভ পয়োমুখবৎ। এজাতীয় মানুষকে বিশ্বাস করলে বিপদেই পড়তে হয়।

কিন্তু যাঁরা হিতকামী, তাঁর কখনও স্বার্থসিদ্ধির জন্য মিথ্যার আশ্রয়গ্রহণ করে না এবং মিথ্যা রুচিকর বাক্যও বলেন না। কারণ তাঁদের অন্তরে শুভকামনা থাকার ফলে তাঁরা জানেন যে, প্রকৃত সত্যকে গোপন করে মিথ্যা দ্বারা তৎকালে প্রীতি উৎপাদন করলেও ভবিষ্যতে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া হবে। বরং যা সত্য, যা যথার্থ, তা অত্যন্ত রূঢ় বা নিতান্ত অরুচিকর হ'লেও যদি পূর্বে জানতে পারা যায় তাহলে তার প্রতিকারের উপায় চিন্তা করা যায়; ভবিষ্যৎ-কর্মপন্থা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। তাই হিতকামী ব্যক্তিগণ কখনও সত্যকে গোপন করে আপাতমধুর বাক্য দিয়ে কারও মন জয় করার অভিলাষ পোষণ করে না।

অতএব প্রকৃত হিতকামী বা শুভানুধ্যায়ী হ'তে হ'লে সত্য রূঢ় হলেও প্রকাশ করতে হয়। মিথ্যার মোড়কে যথার্থকে মধুর করা উচিত নয়।

হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ। ৭

এই জগতে প্রতিমানুষ মঙ্গলকর অথচ রুচিকর বস্তু ও বিষয় পেতে ইচ্ছা করে। কিন্তু জগতে এ দুটি একত্র প্রায় দুর্লভ। সচরাচর যেখানে হিত বা মঙ্গল থাকে সেটি হয় অত্যন্ত রূঢ় কঠিন। আর যেটি রুচিকর তার মধ্যে মাধুর্য থাকলে মাঙ্গল্য প্রায় খুঁজে পায় যায় না। যেমন জীবনদায়ী ওষুধগুলি প্রায়ই কটুস্বাদের হ'য়ে থাকে। সেরকম যে সমস্ত বাণী পরিণামে মঙ্গলদান করে সেগুলি প্রায়ই মধুর শ্রুতিসুখকর হয় না। হিতৈষী ব্যক্তিগণ যে সমস্ত হিতকর উপদেশ দিয়ে থাকেন তার অধিকাংশই অপ্রিয়, কিন্তু পরিণাম হয় সুখাবহ। অপরপক্ষে দুর্জনরা প্রিয় কথা বলে তাৎক্ষণিক সন্তোষ সৃষ্টি করে সত্য কিন্তু পরক্ষণেই দেখা যায় বিপদ বা বিনাশ সম্মুখবর্তী হ'য়েছে।

যদিও শাস্ত্রে বলা হ'য়েছে, 'সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ মা ব্রুয়াৎ সত্যম প্রিয়ম্'! কিন্তু কোথাও মিথ্যা প্রিয়বাক্য বলার বিধান নাই।

অপর একটি অনুরূপ বাক্য বলেছেন,— সুলভাঃ পুরুষাঃ রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ। অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ।।

সুতরাং প্রতিটি মানুষের কর্তব্য প্রিয়ই হোক আর অপ্রিয়ই হোক হিতকার বাক্য বলা এবং শোনা। বিশেষ করে কল্যাণকামী ও বিশ্বস্ত হিসাবে পরিচিত হ'তে হ'লেও অপরের

Scanned with OKEN Scanner